ভাল্লাগে না ধুর্

দেওয়ান আবদুল বাসেত

ISBN 984-8211-17-9

ভাল্লাগে না ধুর্

দেওয়ান আবদুল বাসেত

বইপত্র গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স

ঢাকা, বাংলাদেশ

ISBN 984-8211-17-9

ভাল্লাগে না ধুর্

দেওয়ান আবদুল বাসেত

প্রকাশক :
বৃষ্টি নদী বৈশাখী
বইপত্র গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
৫০ পাঠকবন্ধু মার্কেট
বাংলাবাজার,ঢাকা-১১০০
বাংলাদেশ।

প্রথম প্রকাশ :
অমর একুশে গ্রন্থমেলা - ২০০১

দ্বিতীয় প্রকাশ :
অমর একুশে গ্রন্থমেলা - ২০০২

গ্রন্থ স্বত্ব :
বৃষ্টি নদী বৈশাখী

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ :

কম্পিউটার কম্পোজ :
লুবনা বাসেত 'বৃষ্টি'

বিনিময় : তিরিশ টাকা মাত্র
বিদেশে তিন মার্কিন ডলার

প্রাপ্তিস্থান : আবদুর রহমান রাজু
পরিচালক,
রিহাম ফিসারিজ, রিহাম ভেজিট্যাবল্স
সারাহ্ আল সামিহা, হারা মেইন রোড,
রিয়াদ, সউদী আরব ।
ফোন # ৯৬৬ ০১ ৪০৩ ২৬৩৪

লেখকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ :
E-mail : dewana@ngha.med.sa
marupalash@yahoo.com

"Bhallagenaa Dhur" composed by Dewan Abdul Baset
A collection of Teenagers Poems
Published by : Boipotro Group of Publications
Bangla Bazar, Dhaka-1100, Bangladesh.

ভাল্লাগে না ধুর্

দেওয়ান আবদুল বাসেত

উৎসর্গ...

এই দেখি সে আরব দেশে
চাঁদপুরে ফের্ অচিন্ বেশে।
অনিকেতের মতোই ঘুরে,
গাইবে গানও বাউল সুরে।

ছদ্ম নামে কলাম লেখেন,
মায়ের মতো দেশকে দেখেন।

এই যাযাবর পাখিটি যে
মানতে না চায় পোষ্,
গদ্য এবং পদ্যে ভরা
তাঁহার মগজ-কোষ্।

চির তরুণ, চির সবুজ
মনটি শিশুর মতোই অবুজ।

নদীর মতো হৃদয় যাঁহার
সচল বহমান,
বইটি তাঁকে দিলাম যিনি
সজল রহমান।।

ভাল্লাগে না ধুর্

গল্প দাদুর কল্প কথা ভাল্লাগে না ধুর্
মনটি আমার উদাস করে রাখাল বাঁশির সুর ।
উদাস করে চপল হাওয়া
উজান-ভাটি মাঝির গাওয়া
উদাস করে হাওয়ায় দোলা ধানি বিলের ঢেউ
এম্‌নি আমি উদাস কেন কেউ জানেনা কেউ ।

ডাকলে ঘুঘু নিথর দুপুর কাঁপ্‌বে থরে থর্
জংলা-ঝোপে খুঁজি ঘুঘু সঙ্গে নিয়ে শর্!
পিঠা, পুলি চিড়ে করে
টাটকা দুধের ক্ষিরে ভরে
মা যে আমায় এসব দিয়ে রাখতে ঘরে চায়
কিন্তু আমার মনটি কেবল হাছন-লালন গায় ।

কখন আবার ইচ্ছে করে পাখির মতো উড়ি
আকাশ নীলে পাগলা হাওয়ায় গোত্তা খাওয়া ঘুড়ি ।
বৃষ্টি-বাদল ঢেউয়ের নদী
ডাক্‌ছে আমায় নিরবধি
ছুট্‌তে থাকি ওদের ডাকে মা রেগে যায় খুব
বৃষ্টি ঝরা নদীর জলে উল্লাসে দিই ডুব ।

মা কেন যে সকল কাজে করতে থাকে বারণ?
জানতে গেলে বলবে দাদু-'কারণ আছে কারণ'!
খুঁজবো আমি সে সব কারণ
ভাঙ্গবো দেয়াল সকল বারণ!
এখনতো আর আমি দাদু ছোট্ট খোকন নই
পড়তে আমার ভাল্লাগে না হা-টি মাটিম্ বই!!

খুকুর মোনাজাত

আসবে যখন বছর ঘুরে
শবে কদর রাতি,
বসবে খুকু জায়-নামাজে
জ্বাল্‌বে আগর বাতি ।

সামনে জ্বেলে মোমের বাতি
বসবে কোরান খুলে,
তার কেরাতের মধুর সুরে
চাঁদ ও তারা দুলে!

কোরানখানি বন্ধ করে
কদর রাতের নামাজ পড়ে ।
সালাম শেষে দু'হাত তুলে,
কাঁদতে থাকে হৃদয় খুলে!

বলতে থাকে-ওগো আমার
শেষ বিচারের রাজা,
মাফ্‌ করে দাও সকল গুনাহ্‌
না পাই যেন সাজা!

মাফ্‌ করো মোর পিতা-মাতায়
কবর বাসী যাঁরা,
দাওগো রহম দেশে দেশে
যারা মা-বাপ হারা । ।

সবচে‘ছোট পাখি

একটি সবুজ ছোট্ট পাখি ঘুরতো বাগান জুড়ে,
গাইতো গান ও গুন্‌গুনিয়ে ফুলে ফুলে উড়ে।
ফুলেরা যেই গাল ফুলিয়ে থাকতো অভিমানে,
সেই পাখিটি মান ভাঙ্গাতো মধুর গানে গানে!

গন্ধরাজ ও গোলাপ, বকুল, যুঁই,চামেলী যতো,
সেই পাখিটির সবাই সখি, বলবো সে আর কতো!
মনের সুখে গানে গানে টান্‌তো ফুলের মধু,
ফুল গুলোতো লাজুক লাজুক যেন নতুন বধূ।

আসতো ভোরে ঘুম ভাঙ্গাতে ফুল-পরীদের রানী,
সেই পাখিটি করতো তখন ফুলে কানাকানি!
ভাঙ্‌তো ফুলের ঘুম,
দিতো তাদের চুম্!
বলতো কথা ফুলের কানে,
কী সে কথা ফুলেই জানে!

যখন দেখি ফুলের বাগান নেইতো কাছে দূরে,
জানিনা সেই ছোট্ট পাখি কোথায় গেলো উড়ে!
বাঙ্‌লা মায়ের সেইতো ছিলো সবচে‘ছোট পাখি,
তার বিহনে কষ্টে মায়ের সজল দু‘টি আঁখি।
মায়ের বুকের সেই দুলালী কে করেছে চুরি?
দাওনা খুঁজে সেই পাখিটি নাম ছিলো ‘ফুলঝুরি‘।

সুযোগ পেলে

ডানপিটে ওই কিশোরগুলো বস্তি ঘরের ছেলে,
ফুটবলের অই মাঠের কোনে গোল্লা শুধু খেলে।
বড় ঘরের ছেলেগুলো খেলছে যখন বল,
থাকছে শুধু ওরা চেয়ে চোখ দু'টি ছল্ ছল্!

বিন্দু জলের ফোঁটায় ফোঁটায় সাগর যদি হবে,
ওরাও তেমন পারবে হতে সুযোগ পেলে তবে।
কেউতো ওদের হতে পারে 'প্যালে'র মতো পাকা,
হয়তো তখন ঘুরে যাবে ইতিহাসের চাকা!

ডান্‌পিটে এক ছেলের কথা আমরা সবে জানি,
বাঙালিদের জাতির কবি আজকে সবে মানি।
সুপ্ত আছে ওদের বুকে সম্ভাবনার খনি,
আমরা তাতে পারবো হতে মস্তবড়ো ধনী!!

ওরাই হবে আকাশ জুড়ে লক্ষ তারার হাসি,
ওরাই হবে চাঁদও সুরুজ দক্ষ ফুলের চাষী।
অই চাষীদের ডাকো কাছে দাওনা কিছু মায়া,
দাওনা ওদের চলার পথে ভালোবাসার ছায়া।

আকালের ছড়া

মান্দু নামের ছেলেটিকে বলছি-পড়ো ছড়া,
উত্তরে সে বলছে আমায় -'দেন না ডাইলের বড়া ।
খিদে ভীষণ কড়া'!

সেটা না হয় পরে দেবো আগে পড়ো ছড়া
-'মা-বাবারে ফেইল্যা দিছি গাঙের পাড়ে মরা
কেম্নে পড়ি ছড়া?

খিদার জ্বালায় ভাল্লাগে না ভুইল্যা গেছি শোক্
মইরা গেছে চাইয়া দেহেন খোয়াব ভরা চোখ!
আপ্নে কেমন লোক'?

বলছি শেষে-পড়লে ছড়া
মিলবে তোমার ডালের বড়া
মান্দু আমার কথা শোনে মারলো জোরে ঢিল,
বিড়ুবিড়িয়ে বলছে আমায়-'নাইক্যা কথার মিল্
আপ্নে মিয়া কাইট্যা পড়েন নইলে দিমু কিল্!

একজন বেকারের গল্প

পাঞ্জাবীটা ময়লা ছেঁড়া, চুল-দাড়ি তার রুক্ষ,
চাক্‌রি তাকে দেয়নি কেহ, দুঃখ মনে দুঃখ ।
'ভার্সিটি পাশ করতে গিয়ে বয়স গেলো বয়ে,
কাজের খোঁজে অফিস ঘুরে জুতা গেলো ক্ষয়ে!

নেই সুপারিশ ,নেইতো টাকা, নেইকো মামু, খালু,
সোনার দেশে জীবন তাহার শুক্‌নো মরুর বালু!
লোকটি ভাবে বিদেশ যাবে, কিন্তু কোথায় টাকা?
ভিটে-মাটি বিক্রি করে ছুট্‌লো শেষে ঢাকা ।

'আদম ট্রেডার্স' মিষ্টি কথায় খুব ছিলো যে পাকা,
তাদের মুঠোয় বন্দী যেন ভাগ্য নামের চাকা!
লোকটা ভাবে বিদেশ গিয়ে ধরবে সুখের পাখি,
কিন্তু একি! 'আদম ট্রেডার্স' মার্‌লো ভীষণ ফাঁকি!

লোকটি এখন আউলা ঘুরে,
গান গেয়ে যায় বাউলা সুরে!

কেউ বলে ওই লোক্‌টি পাগল, কেউবা বলে গুপ্তচর
লোকটি বলে, দুঃখ ঝড়ে ভাংছে মনের সুপ্ত ঘর ।
কেউ বলে সে ছদ্মবেশী 'মাডার কেসের' আসামী!
লোকটি বলে মিথ্যে ওসব বাঙ্‌লা এম,এ,পাশ আমি!!

ইতিহাস কথা বলে

* ভাগীরথী নদীতীরে ঘুমায় সে কে?
- বাঙালির স্বাধীনতা চেয়েছিলো যেঁ।
* মীর জাফর আলী নামে ছিলো নাকি কেউ?
- ছিলো। যারই মনে ছিলো ক্ষমতার ঢেউ!

* পলাশির আমবাগে লড়েছিলো কারা?
- বীর বাঙালির মতো মায়ে প্রেমী যাঁরা।
* যুদ্ধের ময়দানে ওরা কা'রা থাকে চুপ্?
- নবাবকে হত্যার ওরা যারা আঁকে কূপ্!

* অই রাজমহলে কে মুসাফির বেশে যায়?
- দানা শাহ্র ইঙ্গিতে যিনি খুব ফেঁসে যায়!
* লুৎফা ও সিরাজের হাতে কড়া দেয় কে?
- যার নাম মীরন আলী জাফরের ছেলে সে।

* সিরাজতো বন্দী তাঁকে ছুরি মারে কে?
- ভৃত্য সে নবাবের মোহাম্মদী বেগ্ সে।

পাষান সে জল্লাদ মোহাম্মদী বেগ্,
আমাদের দেয় চির বেদনার মেঘ!
সিরাজই ছিলো শেষ স্বাধীন নবাব,
বাঙালির মনে যাঁর ভীষন অভাব!

* কেন 'মীর জাফর' আজ নামে হলো গালি?
- কেননা সে মাকে দেয় পরাধীন কালি।
* জান্ বাজী রেখে কা'রা বিদ্রোহী বীর?
- অনেকের মাঝে সেরা বীর তেতুমীর!!

* বিলেতিরা বাংলাতে ছিলো কতোদিন?
- দু'শ' বছরের মতো ছিলো যতোদিন!

ইতিহাসে এলো শেষে উপসংহার
বাঙালির খুনে মাটি ভিজে বারংবার!
উড়ে এসে জুড়ে বসে দুই যুগ ছিলো,
নামে 'পাক্' দস্যুরা লুটে-পুটে নিলো।

বাঙালির ঠেকে গেলো দেয়ালেতে পীঠ্,
জবাবটি দিতে হবে এবারে সঠিক!
বঙ্গবন্ধু নামে এলো রাজপুত্র,
বাঙালিরা পেয়ে যায় স্বাধীনের সুত্র!
ভাসানী ও জিয়া এসে জাগায় বিবেক,
সাত কোটি বাঙালিরা হয়ে গেলো এক!!

শুরু হয় প্রতিরোধ
দিনে দিনে বাড়ে ক্রোধ
আসে ফের্ প্রতিশোধ!
নয় মাসে যুদ্ধটা চলে দিনে রাতে!
অবশেষে বাংলাটি আমাদের হাতে।
লাখো বীর শহীদের তাজা খুনে লেখা,
জননী বাংলা শুধু আমাদের একা।।

ঝড়ো মাতা বৈশাখ

নতুনের কথা কয়,ঝড়ো-মাতা বৈশাখ,
আম্র মুকুলে ভরা,ফুল,পাতা,ওই শাখ।
বৈশাখী নাচে তাতে ছিঁড়ে পাতা, ফুল;
দানবী কী বৈশাখী? না-না ওটা ভুল!

ঝড়ো হাওয়া এলে শত ভেঙ্গে যায় ঘর,
ভেঙ্গে পড়ে গাছ-পালা, ভাঙ্গে নদী-চর!
তবে কীগো বৈশাখী আমাদের ও পর?

না না। সেতো ভুল গুলো ঝেড়ে করে ছাপ্,
ধুয়ে-মুছে দেয় যতো ছিলো পাপ ও তাপ!
বৈশাখী ভাঙ্গে শুধু নতুনের জন্য
সক্কালে সুজনেষু, বৈকালে বন্য!

ভাঙ্গাটাকে যেন মোরা গড়তে পারি,
সেই কথা বৈশাখী বলে প্রতিবারই!

তনুদের কথা

গাছের আড়ালে ‘তনু‘ মুখ চেপে কাঁদছে,
দস্যুরা ভাইটিকে হাতে পায়ে বাঁধছে!
গুলী করে তাহারা খালে দেয় ফেলে,
ওরা বলে ভা‘য়ে ছিলো মুক্তির ছেলে।

ভাইটিকে বাঁচাতে মায়ে ছুটে গেলে
ব্যা‘নেটের আঘাতে ওরা দিলো ফেলে!
দস্যুরা বুবুকে টেনে নিয়ে যায়রে-
গাছ,পাতা,পাখি, ফুল কেঁদে মরে হায়রে!!

শান্তনা দেবে কেগো, দেবে কে ভাষা?
তনুটার মন ভাঙ্গে, মুছে গেলো আশা!
বাবাওতো ফেরেনা সেই কবে গেলো
বিজয়ের দিন এলে, সবে ফিরে এলো!

তনুটার কচি মন ভেঙ্গে হলো খান্ খান্
এতিমের দিবে শুধু প্রভূ ফিরে চান্।
তাতে করে বেঁচে গেলো তনুদের জান্,
গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে কাঁদে তনুদের প্রান!

তনুটার নেই কেহ পিতামাতা-ভাইবোন,
কচি মেয়ে খুকীটার তোরা কথা শোন্।

একাত্তুরের নয় মাসে

একাত্তুরের নয় মাসে
নদী ভরা রক্তে ভিজে
নতুন ভোরে জয় আসে
দস্যুদের ওই ক্ষয় আসে
একাত্তুরের নয় মাসে ।

সেদিন ওঁরা ঘর ফেলে
পাহাড় বাঁধা ডর্ ঠেলে!
আন্‌তে তাঁরা মায়ের হাসি
সাম্‌নে এগোয় ভয় নাশে!
একাত্তুরের নয় মাসে ।

আধ্‌মরা ওই মায়ের ছেলে
ছাত্র,কুলি, গাঁয়ের জেলে
তীর-ধনুক আর টেটা নিয়ে
যা পেলো তাই সেটা দিয়ে
যুদ্ধ ওঁরা করে
দস্যু তাতে মরে!
যুদ্ধে সেদিন মরলো যাঁরা
তাঁদের মুখে জয় হাসে
একত্তুরের নয় মাসে! ।

মা-বোনেরা মান্ হারায়
লক্ষ লোকে জান্ হারায়
তাঁদের ত্যাগের বিনিময়ে
বাংলা মায়ের জয় আসে
একাত্তুরের নয় মাসে ।

বদলে গেছে কাল্লু

কাল্লু নাকি সিঁধেল চোরা,কিংবা ছিলো ডাকু,
যখন তখন লোকের বুকে মার্‌তো নাকি চাকু!
থাকতো নাকি মিথনপুরে
ডাকতো সবায় চিকন সুরে
দেখলে পুলিশ বলতো তারে-দোস্ত,
'আজকে চলো আমরা খাবো,বন-মোরগের গোস্ত' ।

মোড়ল এলো মোড়ল গেলো কেউ বলে না কিছু
হয়তো পেয়ে গিল্‌ছে ওরা মুরগী,ডিম ও লিচু!
কিন্তু কেহ এলোনাতো পাল্টাতে তার স্বভাব
মিথুনপুরের মালী ভাবে 'এসব লোকের অভাব'!

মিথুনপুরের মালী-
শীতের ভোরে এলো সেদিন সঙ্গে ফুলের ডালি ।

কাল্লু দেখে অবাক!
কিন্তু তাহার মনের খোপে পায়রা বাকুম্‌ বাক্‌!

ভয়টি মনে কিন্তু হেসে বলছে এবার মালী -
"কাল্লু বাবা খবর আছে ঘরটা তোমার খালি,
মরলে তুমি রাখবে কেগো নামের বাতি জ্বালি(!?)

কন্‌কনে এই শীতে,
তাইতো আচম্বিতে-
ছুটে এলাম জানা-শোনা একটি খবর দিতে;
থাকলে তুমি রাজি, চাইনা ভোজ ও বাজি,
সাম্‌লে নেবো মেয়ের দিকও ডাকবো শুধু কাজি " ।

কাল্লু করে বিয়ে-
বউটি যেন ময়না পাখি কাল্লু ডাকে 'টিয়ে' ।
জন্ম নিয়ে একটি শিশু জড়ায় যখন বুকে
বদ্‌লে গেছে কাল্লু এখন দিব্যি আছে সুখে ।

স্বপ্ন আমার

স্বপ্ন আমার দূর আকাশে তারার হাসি
ঘুম পাড়ানী পিসি-মাস
বকুল ঝরা রাশি রাশি
পাগলপারা হিজল তলীর রাখাল বাঁশি।

স্বপ্ন আমার আউস ধানের আলে আলে
সরষে বিলে, টিনের চালে
নদ-নদী আর বিলে-খালে
ঝম্-ঝমিয়ে বৃষ্টি নামে ঝুমুর তালে।

স্বপ্ন আমার কল-কলিয়ে বর্ষা আনে
কদম ফুলের ঘ্রানে ঘ্রাণে
শাওন ভেজা হৃদয় প্রাণে
শিরায় শিরায় খুশির কাঁপন কেউনা জানে!

স্বপ্ন আমার রুপোর ইলিশ জেলের জালে
ধান,কাউন ও ফুলে ফলে
পল্লীবালার পায়ের মলে
ডাগর চোখের ফুল কিশোরী সজ্নে ডালে।

স্বপ্ন আমার লক্ষ পাখির গানে গানে
উদাস উদাস বাউল প্রাণে
মৌমাছি গায় কানে কানে
স্বপ্ন আমার পেলাম সকল মায়ের দানে।।

মোহনার ইতিকথা

পাঠান ও মোঘল গেলে,এলো ইংরাজ,
গেড়ে বসে তাহাদের জমিদার রাজ!
শেষে এলো পশ্চিমা লোভাতুর চোখ,
লুট্-পাট্ও করে খায়, মারে কতো লোক!

শোষনের যাঁতাকলে চাঁদপুর পিষ্ট
দেখো আজ আছে তার শ্বাস অবশিষ্ট!

কখনোবা পদ্মা ও মেঘনা মাতাল,
বর্ষার ভারে তারা হয়ে বেসামাল-
ভেঙ্গে নেবে ঘর-বাড়ি শহর আর চর,
লোকজনে বেঁচে আছে তবু তারপর!

দেখি তবু চাঁদপুর নিজ পায়ে খাড়া,
তাই নিয়ে শত গান, জাগে সুর-সাড়া!

ভৈরবী সুরে তার শত কলতান,
ইলিশের খনি আছে বিধাতার দান।
গোধূলিতে বাঝে ওই পূরবীর সুর,
সেই সুরে বকুলেরা ঝরে ঝুর্ ঝুর্!

চাঁদপুর নিয়ে জাগে কবিতা ও গান,
তাই বুঝি ওর প্রতি নাড়ি-ছেঁড়া টান!

মোহনার সেরা ছেলে নাসির উদ্‌দীন
আরো কতো হীরে ওই প্রবীন নবীন-
ঝরে ঝরে মুছে গেলো নেই তার খোঁজ!
কতো সেমিনার দেখি তবু রোজ রোজ(!?)

তিন শহীদের নাম আজো কেউ জানে না
ইতিহাস্‌বিধ্‌ কী তাঁদেরকে মানে না?

কতো পাখি গায় আর কতো ফোটে ফুল,
জানা নেই নাম ও ধাম করি শুধু ভুল!
'ফুলছোঁয়া' গাঁয়ে আছে কবি সামছুল,
মোহনার কানে যিনি তারকার দুল্‌!

চাঁনশুর্‌ পীর নাকি ছিলো তাঁর নাম যে,
যায় করে সেই পীর আবাদের কাম যে।

পদ্মা ও মেঘনা নদী ডাকাতিয়া,
তিন নদী মোহনায় জাগে তাঁর হিয়া -
চাঁদধোয়া জোছ্‌নাতে বেজে ওঠে সুর,
মিলে-মিশে তাঁর নামে হলো চাঁদপুর।।

পান সমাচার

সেদিন 'বাত্‌হা' দেখতে পেলাম বাঙালি এক ছেলে,
গোল্লা ছুটের দৌড়টি দিলো পানের দোকান ফেলে!!
থম্‌কে গিয়ে চেয়ে দেখি পুলিশ তাহার পিছে,
বাঘটা যেন লম্ফ দিয়ে ধরবে হরিণ খিঁচে!

কিন্তু ছেলের দৌড়টা দেখি খুবই চমৎকার,
এঁকে-বেঁকে ছুট্‌ছে আহা হচ্ছে পগার-পার!

পান চিবানো, বেচা-কেনা আরব দেশে মানা,
পানের পিকে রাস্তা,দেয়াল যেন কসাইখানা!
তাইতো পুলিশ করছে ধাওয়া,
পড়লে ধরা জেলের হাওয়া
খেতেই হবে! যেতেই হবে আপন দেশে ফিরে,
জীবন চলার ছন্দ তখন বাজবে ধীরে ধীরে!

কিন্তু ছেলে দেয়নি ধরা বেশ্‌তো আছে টিকে
হয়তো ছেলে 'চান্স'ও পাবে
বিশ্ব অলিম্পিকে!!

* বাত্‌হা= রাজধানী রিয়াদের প্রাণকেন্দ্রের নাম। বিশেষ করে প্রবাসী বাঙালী ও দক্ষিণ এশীয়দের মিলন স্থান।

প্রবাসী জামাই

‘ফরেন‘ আমি ব্যাংক ম্যানেজার
লক্ষ ডলার কামাই,
‘আই এ্যাম টুডে‘ পারবো হতে
চেয়ারম্যানের জামাই ‘ ।

বিদেশ ফেরৎ করম
একটুও নেই শরম
কথার ফাঁকে ইংরেজীটা
তাহার প্রিয় পরম ।
সত্যি যেটা শরীরটাকে
রাখছে ডলার গরম!

সেই গরমের চোটে-
চেয়ারম্যানের বাড়ির দিকে
মোল্লা ঘটক ছোটে ।
ঘটক মুখে কিস্‌সা শোনে
চেয়ারম্যানও রাজী,
ডিগ্রিধারী মেয়ের বিয়ে
ডাক্‌লো শুধু কাজী(!?)

জামাই মিয়ার বিদ্যে ক্যামুন
জানার কোনো ইচেছ নাই,
করম আলীর ডলার আছে
আর গুনাগুন তুচ্ছ-ছাঁই(!?)

বিয়ের আসর
পাত্‌লো বাসর
ঘুমের ঘোরে করম-
বলছে কেবল-‘ওয়াশ্‌-পলিশ্‌‘
বউটি পেলো শরম,
অন্ধকারে চোরটি ভয়ে
দৌড় দিয়েছে চরম!

খাপ্‌ মিলেনা জ্ঞানের খাপে
জামাই বউ এ তুল্‌কালাম,
‘ডন্‌ট কেয়ার‘ এ করম বলে-
‘বাই-বাই‘ ওয়া মাআচ্ছালাম(!!)

বিদেশে আমরা

ইতিহাস পড়িনাতো ভূগোলের শিস্য,
জেনে গেছি তাই সবে আজ পূরো বিশ্ব!
প্রযুক্তি জানি নেই, জানিনাতো কর্ম;
শুধু আছে মোদের হাত চক্ষু ও চর্ম।

ইংরেজী ভাষাটি অনেকের জানা নেই,
কাজ পেতে বিদেশে খালু আর নানা নেই!
হতাশায় পাকে চুল মাথা ভারী ঋন ঋন,
রঙে ভরা যৌবন চলে গেলো দিন দিন!

কাজ জানা মানুষের সব দেশে আছে দাম;
আমরা কুড়াই শুধু বিদেশেতে বদ্‌নাম!!

পরবাসীদের কথা

মরু পরবাসীদের ভালোবাসা-বাসি নেই,
তাই বুঝি কারো মুখে বকুলেরও হাসি নেই!
বিরহের ব্যথা বুকে অতো বেশী সুখে নেই,
বেকারের মতো তবু জ্বালা ভরা দুখে নেই!

এখানেতে ক্রোধ নেই, নগর অবরোধ নেই!
মাস্তানী, চাঁদাবাজ, নেশা, প্রতিশোধ নেই!

রাজনীতি খোর্ নেই, চোর-জুয়াচোর নেই!
নিরাপদ আছি তবে মনে কোন জোর্ নেই!
মরে কিবা বেঁচে আছি, মনে কোনো বোধ্ নেই!
শ্বাস তবু চলে আজো চোখে কোনো রোদ্ নেই(!?)

খেলার খবর

(ফুটবল)

রিয়াদ খেলার মাঠে দেখি
বাংলাদেশের দলে,
বাঘে-ছাগে লড়ছে যেন
বল খেলার ওই ছলে!

সউদী দলে টপ্ টপা টপ্
চলছে দিয়ে গোল্ যে,
গ্যালারিতে বাঙালিরা
হারায় তাদের বোল্ যে!

বিশ্ব খ্যাত বাংলা দলে
গোল্ খেতে বেশ পেটুক্,
হাততালি দিই সাবাস বলে
পাওনা যাদের যেটুক্ (!?)

(এপ্রিল' ৯১ রিয়াদের মালাজ ষ্টেডিয়ামে সউদী দলের সঙ্গে বাংলাদলের খেলা দেখার প্রতিক্রিয়া)

পত্র প্রিয়া

বিদেশ মানে শুক্‌নো হৃদয় স্বজনহারা রিক্ত বুক,
তাই প্রবাসী পত্র প্রিয়ার চায় যে প্রেমের সিক্ত সুখ।
পত্র প্রিয়ার চিঠির ভাষা শ্রাবন মাসের বৃষ্টিপাত,
এক চিঠিতে প্রবাসীদের করতে পারে দৃষ্টিকাত্!

হায় ! প্রবাসী মুগ্ধ মাতাল মিতার প্রেমের মোয়াতে,
ব্যাকুল করে তুললো তাকে ভন্ড প্রেমের ছোঁয়াতে।
হাজার কাজে খন্ড বিরাম পেলেই প্রেমের খবর কয়,
মিষ্টি-ছবি ঠোটে নিয়ে লক্ষ চুমুর জবর জয়!

চলতে থাকে দু'চার চিঠি
প্রেমের যখন পোক্ত ভিটি!
লিখবে প্রিয়া-'দুঃখে আছি মেসে থেকে পড়তে হয়.
এই অভাগীর নেই কেহ তাই 'টিউশানী' করতে হয়।
তবুওতো মাস ফুরুলে পাইনা টাকা ঠিকমতো,
নিদান কালের বন্ধু ওগো বিপদ চতুর্দিক যতো।

পত্র প্রেমিক প্রবাসীরা পাঠায় টাকা হর-মাসে,
না দেখা প্রেম টিক্‌বে কিনা মনে তাহার ডর্-আসে।
হঠাৎ করেই বন্ধ হলে মিষ্টি মনের চিঠির জল,
বলবে লোভী, ডাইনী তাকে মিলবে যখন নিরাশ ফল!

পত্র প্রিয়ার দু'শ প্রেমিক, জান্‌তে পারে পরবাসী!
প্রেম দিয়ে তার ব্যবসা চলে, মিথ্যে বিপদ, জ্বর-কাঁশি!
পত্র মিতালীতে এখন ব্যবসা বড়ো জমছে খুব,
হায় ! প্রবাসী প্রেমের জলে, হর-হামেশা দিচ্ছে ডুব।

বিদেশ যারা চাক্‌রি করে বেজায় তাদের মন্ সরল,
ঝোপ্ বুঝে কোপ্ মারতে থাকে ভন্ড প্রিয়তমার দল।।

ইক্‌রা মানে পড়

ইক্‌রা মানে পড়
ছড়া পড়, গল্প পড়
উপন্যাসও অল্প পড়
পড়ে পড়েই জানবে তুমি
নিজকে এবং বিশ্ব;
এই জানাটা থাকলে মনে
হয়না কেহ নিঃস্ব।

সবার আগে কোন পড়াটা
এখন তোমার দরকার?
ক্লাসের পড়াই সবার আগে
তারপরে দেশ, সরকার।

যে পড়াটা ভুললে তুমি
পার পাবেনা কভূ,
যিনি সবার জীবন দাতা
আমার তোমার প্রভূ।

ইক্‌রা মানে পড়,
প্রভূর কথা মনে রেখেই
জীবনটাকে গড়।